বগুড়া-৬ উপনির্বাচন ও শেরপুর-৩ আসনে ভোটগ্রহণ চলছে



বগুড়া-৬ আসনে ভোট দিচ্ছেন একজন ভোটার। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচন এবং শেরপুর-৩ আসনের সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে। বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৭টায় ভোট শুরু হয়, যা একটানা বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলবে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। ওই নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান দুটি আসনে জয়ী হন।পরবর্তীতে বগুড়া-৬ আসনটি তিনি ছেড়ে দিলে সেখানে উপনির্বাচনের আয়োজন করা হয়।

অন্যদিকে, তফসিল ঘোষণার পর এক প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় শেরপুর-৩ আসনের ভোট স্থগিত ছিল। এখন সেখানে পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগের নির্বাচনের ফলাফলে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে রায় আসায় এ আসনে আলাদা করে গণভোটের প্রয়োজন হয়নি।

বগুড়া-৬ আসনে মোট তিনজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তারা হলেন বিএনপির মো. রেজাউল করিম বাদশা, জামায়াতে ইসলামীর মো. আবিদুর রহমান এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি)-এর মো. আল-আমিন তালুকদার।

এই আসনে মোট ১৫০টি ভোটকেন্দ্র এবং ৮৩৫টি ভোটকক্ষ রয়েছে। ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৫০ হাজার ৩০৯ জন।

শেরপুর-৩ আসনেও তিনজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তারা হলেন বিএনপির মো. মাহমুদুল হক রুবেল, জামায়াতে ইসলামীর মো. মাসুদুর রহমান মাসুদ এবং বাসদ (মার্কসবাদী)-এর মো. মিজানুর রহমান।

এ আসনে ১২৮টি ভোটকেন্দ্র এবং ৭৫১টি ভোটকক্ষ রয়েছে। মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৯ হাজার ৮০৬ জন।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ১৮ থেকে ২০ জন নিরাপত্তা সদস্য মোতায়েন রয়েছে।পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে ৩৬ জন নির্বাহী ও বিচারিক হাকিম দায়িত্ব পালন করছেন।

দুই আসনেই ডাকযোগে ভোট (পোস্টাল ব্যালট) ব্যবস্থা রয়েছে। নির্বাচন পরিচালনায় ইসির নিজস্ব কর্মকর্তারা রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে আছেন। এছাড়া প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজার নির্বাচন কর্মকর্তা ভোটগ্রহণ কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছেন।

এছাড়া নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইসির ১৮ জন পর্যবেক্ষকের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে চার শতাধিক পর্যবেক্ষক মাঠে রয়েছেন।